



ময়েদেরে ঋতুস্রাব বা মনেস্ট্রুয়েশন

ঋতুস্রাব অশুচি! ঠাকুরেরে জন্মেরে রান্না এবং পূজো করে কুসংস্কারকে হলোয় ওড়ালনে মা সারদা---

মনেস্ট্রুয়েশন বা ঋতুস্রাব ময়েদেরে এক স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আজও ঋতুস্রাব নিয়ে রয়ছে হাজারও কুসংস্কার। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, ভারতেরে ৭০ শতাংশ মায়েরো নিজেরে ময়েকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকতই বলে থাকেন। দেশেরে ৪৫ শতাংশ ময়েরে কাছে ঋতুস্রাব আজও অস্বাভাবিক। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সবজায়গাতেই ঋতুকালীন সুরক্ষার বিষয় আজও বহুলাংশে অবহেলিত। একবংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ঋতুস্রাব নিয়ে ময়েদেরে মনে চলতে হয় বহু নিয়ম। অনেকেই ঋতুস্রাবেরে দিনগুলোতে ঘররে বাইরে বেরোন না কিংবা পূজো করেন না। এমনকি রয়ছে ছোয়াছুয়ির বধিনিষেধ। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও উল্টো পথে হটেছিলে মা সারদা। একজন সমাজ সংস্কারকেরে দায়িত্ব পালন করছেলিনে তিনি। কিকরছেলিনে তিনি?

মায়েরে স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণেরে পটেরে সমস্যা ছিল। ঝালে ঝোলো অম্বলে জাত রান্না খতে পারতেন না। হালকা খাবার না খলেই তাঁর পটেরে রোগ দেখা দিত। মা সারদা শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে ইচ্ছমেত শুক্তো, হালকা ঝোল রন্ধে দতিনে। কিন্তু প্রথম প্রথম ময়েদেরে অশুচি তনিদনি মা সারদা

রাঁধতনে না । এই সময় মন্দিরি থেকে প্রসাদ আসত আর ঠাকুর সেই খাবার খেতেন । আর সেই খাবার খেলেই ঠাকুরেরে অসুখ শুরু । একদিন ঠাকুর মা সারদাকে বললেন, দেখে, তুমি ও-কদিন রাঁধলে না আর আমার কশিরীর খারাপ হল । মা বললেন, ময়েদেরে অশুচি তনিদনি রাঁধতে নেই ।

ঠাকুর এই কথা শুনলে বললেন, মনই শুচি অশুচি, শরীরে শুচি অশুচি হয় না । তুমি আমাকে খাবার বানিয়ে দিও । দোষ হবে না । এই কথা শোনার পর সারদাদেবীই রোজ রান্না করে দতিনে । কোনও কুসংস্কার মানতনে না । এমনকি ওই সময়ে পূজাদি সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তনি সারদা দেবীকে বলছেলিনে, যদি পূজা না করলে মনের কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয় । এরপর থেকে ওই সময়ে পূজাও করতনে শ্রী মা সারদাদেবী ।

এভাবেই মন এবং সমাজের সংস্কার ভেঙেছেলিনে মা সারদা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দকিরে সময় এসব ছিল ধারণার বাইরে ।

